দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭......

NOV 12 2002

প্রধান শিক্ষক গ্রেফতার

চিতলমারীতে স্কুলছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিচারের দাবিতে থানা ঘেরাও

মো. মুজিবর রহমান, চিতলমারী (বাগেরহাট) থেকে ফিরে : সন্ত্রাসকবলিত বাগেরহাট জেলার চিতলমারী চর ডাকাতিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র রথীন রায়ের (১৬) মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। ওই ছাত্রকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হরিদাশ রায় মধু (৪৮) এসএসসি টেস্ট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস করায় তাকে বেত্রাঘাতে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে ওই অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান শিক্ষক বলেছেন, রথীন রায় অতিরিক্ত ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

এদিকে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে দোষী শিক্ষকের বিচারের দাবিতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল করে চিতলমারী থানা ঘেরাও করে। পুলিশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হরিদাস রায়কে (মধু) ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে আদালতে চালান দিলে ৬ই নভেম্বর তার জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে প্রেরণ করে। পুলিশ নিহত ছাত্রের লাশ ময়না তদন্তের জন্য বাগেরহাট হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।

গত ২রা নভেম্বর চর ডাকাতিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএসসি টেস্ট অংকে পরীক্ষা চলাকালে নিহত ছাত্র রথীন রায়, প্রতুল, সদানন্দ ও নিমাইকে নকল করার সময় ধরে ফেলে।

প্রধান শিক্ষক তাদের নকলের জন্য বেত্রাঘাত করলে রথীন কর্তৃক প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লে রথীনকে একটি কক্ষে আটকে রাখা হয়। পরে রথীনকে লাইব্রেরিতে এনে পুনরায় শিক্ষকদের সামনে বেত্রাঘাত করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের রহস্য উদঘাটনে চেষ্টা চালানো হয়। একই সঙ্গে শিক্ষক [illegible] হয় এবং এ ব্যাপারে জরুরি সভা আহ্বান করা হয়। ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের ছাত্র রথীন রায় ৩রা নভেম্বর পাশের বাজার থেকে ঘুমের বড়ি আনিয়ে রাতে একটি শ্রেণীকক্ষে পড়ার কথা বলে হ্যারিকেন ও খাতা নিয়ে চলে যায় এবং পরদিন ৪ঠা নভেম্বর ওই কক্ষে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

চিতলমারী থানা পুলিশ 'সংবাদ'কে জানায়, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলে দেবে এটি হত্যা না আত্মহত্যা। তবে অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

এদিকে রথীনের মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় নানা গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান শিক্ষককে অপসারণ এবং অন্য এক শিক্ষক প্রধান শিক্ষক হওয়ার জন্য ইতোমধ্যে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের কাছে রাজনৈতিক তদবির শুরু করেছে।

অন্যদিকে সদানন্দ, প্রতুল ও নিমাইকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য একটি মহল চাপ দিচ্ছে। তার কথা চারাথলে রথীন হত্যা মামলায় তাদের আসামি করে জেলে পুরে রাখার জন্য ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

রথীন রায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে গোটা চিতলমারী উপজেলা বিক্ষুব্ধ। এ মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদঘাটনসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে রথীনের পরিজনসহ এলাকাবাসী।

সর্বশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কতিপয় উপনেতা ও পাতিনেতা স্কুলছাত্র রথীনের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে পুঁজি করে প্রধান শিক্ষকের পরিজনদের কাছ থেকে আদায় করছে চাঁদা। কতিপয় সাংবাদিকও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। তারাও খবর লেখার ভয় দেখিয়ে টু-পাইস কামাই করছে রথীনের পরিজন এবং প্রধান